দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 8 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবাদে নেতৃবৃন্দ

ধর্মহীন একমুখী শিক্ষানীতি চালুর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে

স্টাফ রিপোর্টার

দেশে একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ড. কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের বিতর্কিত সদস্যগণ দেশের জনগণের উপর ধর্মহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার পাঁয়তারায় লিপ্ত। শিক্ষা কমিশনের বিতর্কিত সদস্যদের মিষ্টি কথায় এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ বিভ্রান্ত হবে না। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবাদ করে এসব কথা বলেন। তারা বলেন, ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষ ও মনুষ্যত্বের শত্রু। তাই ধর্মহীন কোন নীতিই এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে না। কোরআন হাদিসভিত্তিক একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনই এদেশের

পৃঃ ১৮ কঃ ৩

ধর্মহীন একমুখী শিক্ষানীতি

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মানুষের দাবী। নেতৃবৃন্দ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত বিশিষ্ট জনদের শিক্ষা কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, শিক্ষা কমিশনের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত সর্বজন গ্রহণযোগ্য বিশিষ্ট জনদের অন্তর্ভুক্ত না করতেই শিক্ষা কমিশনের গোপন উদ্দেশ্য নিহিত।

ইসলামী গবেষণা পরিষদ

ইসলামী গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটি সমন্বিত এবং গ্রহণযোগ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম কোন সরকারই উপহার দিতে পারেনি। স্বাধীনতার পর গঠিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের শিক্ষানীতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের আদর্শিক চেতনা মূল্যায়িত না হওয়ায় ২ কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। সুতরাং বর্তমান সরকার যদি প্রাথমিক স্তরের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মহীন একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আবার তৎপর হয়, তবে চরম ভুল করবে। তিনি বলেন, ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ইসলামী ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত করে কমিশন গঠন করতে হবে।

খাদেমুল ইসলাম জামাআত

বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামাআতের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারী আলহাজ মুহাম্মাদ নাজমুল হক এক বিবৃতিতে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হবে কোরআন-হাদীসভিত্তিক। তিনি বলেন, শিশুমনে নৈতিকতা, সততা, মানবতা, একনিষ্ঠতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনের জন্য পবিত্র কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাগ্রহণ জরুরী। নাস্তিক্যবাদী ধর্মহীন শিক্ষার দ্বারা আদর্শ নাগরিক তৈরী সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সরকার সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সুশীল সমাজ গড়তে চায়। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো আদর্শ নাগরিক তৈরী। আর শিশু বয়সে যদি আদর্শ শিক্ষা দেয়া না যায়, তাহলে যৌবনে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। কাজেই শিক্ষা জীবনের শুরুতেই ইসলাম ও ঈমানভিত্তিক সিলেবাসের মাধ্যমে শিশুদের গড়তে হবে।

তালাবায়ে আরাবিয়া

বাংলাদেশ ভবিষ্যতে তালাবায়ে আরাবিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ মুবিনুল্লাহ হুপ্পা ও প্রধান সম্পাদক আ ন ম এনায়েতুল্লাহ এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারের জানা উচিত এদেশের সকলই ভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ মুসলিম। তারা কোনদিন ধর্মহীন একমুখী শিক্ষানীতি মেনে নিবে না। নেতৃদ্বয় বলেন, একমুখী শিক্ষার নামে সরকার মাদরাসা শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করতে চায়। নেতৃদ্বয় আরো বলেন, একটি নাস্তিক্যবাদী, উপনিবেশিক, কুচক্রী মহল মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ ও এদেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মগজ থেকে আল্লাহ ও রাসূলের নাম মুছে দিতে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নেতৃদ্বয় বলেন, এ কুচক্রী মহলের পরামর্শে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে গেলে সরকারকে এদেশের জনগণ প্রত্যাখ্যান করে আছাড়ে বিছাড়ে নিক্ষেপ করবে। নেতৃদ্বয় আরো বলেন, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে মাদরাসা শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয় করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। এখন তা না করার মধ্যেই কমিটির গোপন উদ্দেশ্য নিহিত।